সংবাদ পরিষেবা

আগস্ট ২০১৪

BOOK POST PRINTED MATTER

কৃষি,স্বাস্থ্য,পরিবেশ ও বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক এই তথ্য-মাসিক কোনো সংবাদপত্র নয়, বরং সংবাদ বিনিময়-পত্র। এই বিনিময়-প্রয়াসে যুক্ত বাংলা-আসাম -ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সহ বঙ্গভাষী বৃত্তের বিবিধ আঞ্চলিক সংবাদ-সাময়িকী।

অংশুমানের ব্যাপার

২০/১৪

বাড়ি, ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠান, কারখানা বা কোনো সংস্থার ছাদে সৌরশক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা নিলে কেন্দ্রীয় সরকার মোট খরচের ৩০ শতাংশ বা ওয়াট প্রতি ১০০ টাকা করে দেবে। সম্প্রতি লোকসভা সূত্রে জানা গেছে, গ্রিড কানেকটেড রুফটপ অ্যান্ড স্মল সোলার পাওয়ার প্লান্ট প্রোগ্রাম নামে একটি প্রকল্প শুরু হয়েছে।

সারমর্ম

২০/১৫

২০০৮-০৯ অর্থ-বর্ষে ভারতে বিভিন্ন জৈব সারের উৎপাদন ছিল ২৫০৬৫ মেট্রিক টন। ২০১২-১৩ অর্থ-বর্ষে এই উৎপাদন বেড়ে হয়েছে ৪৬৮৩৬ মেট্রিক টন। সরকারের বক্তব্য, তাদের বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিষেবার জন্য এই উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ড. সঞ্জীব বাল্যান লোকসভায় এই তথ্য দিয়েছেন। জৈব সার উৎপাদনে রয়েছে নানা অর্থ -সহযোগ -ন্যাশনাল মিশন অন সাসটেনেবল অ্যাগ্রিকালচারের আওতাধীন সয়েল হেল্‌থ্ ম্যানেজমেন্ট কর্মদ্যোগে জৈব সারের জন্য হেক্টর প্রতি ৫০০০ টাকা বা উপকারভোগী পিছু সর্বাধিক ১০,০০০ টাকা দেওয়া হয়। এই একই উদ্যোগে নাবার্ডের মাধ্যমে কৃষিজ বর্জ্যের থেকে কম্পোস্ট তৈরির জন্য মোট খরচের ৩৩ শতাংশ বা সর্বাধিক ৬৩ লাখ টাকা সাহায্য করা হয়।

আবার কেঁচোসার বা হাই-ডেনসিটি পলি ইথিলিন (এক ধরনের মোটা প্লাস্টিক)-এর মাধ্যমে ভার্মি বেড তৈরির জন্য উপকারভোগী পিছু মোট খরচের ৫০ শতাংশ বা সর্বাধিক ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। ছোট আকারে কেঁচোসার বা ভার্মি বেড তৈরির জন্য ভরতুকি দেওয়া হয়। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের উন্নত জৈব সার উৎপাদন পদ্ধতি বের করেছে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব অ্যাগ্রিকালচার রিসার্চ। এগুলি উৎপাদকদের দিয়ে সাহায্য করা হয়। এর সঙ্গে রয়েছে আরো কিছু উদ্যোগ। এই প্রয়াসসমূহের ফল এই উৎপাদন বৃদ্ধি, এমন বলেছেন কৃষি রাষ্ট্রমন্ত্রী।

তবেই দেখুন!

২০/১৬

অপ্রচলিত শক্তির উৎপাদন খরচ ভারতে সব থেকে কম বলে জানিয়েছেন রাষ্ট্রমন্ত্রী পিযুষ গোয়েল। তিনি লোকসভায় বলেছেন, গত তিন বছরে এই খরচ অনেক কমেছে। বায়ুশক্তির ক্ষেত্রেও অন্য দেশের তুলনায় ভারতের উৎপাদন খরচ কম। ভারতে দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৫৫ গিগা ওয়াট অপ্রচলিত শক্তি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। এর জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১৯ হাজার ১১৩ কোটি টাকা।

অপ্রচলিত সংবাদ

২০/১৭

যে অঞ্চলে গ্রিডের মাধ্যমে বিদ্যুৎ পৌঁছানো যাবে না বা পৌঁছানোর খরচ বেশি, সেই অঞ্চলগুলোর বিদ্যুদয়নের জন্য রাজীব গান্ধী

গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ যোজনার ডিসেন্ট্রালাইজ ডিস্ট্রিবিউটেড জেনারেশন প্রকল্পকে কাজে লাগানো হচ্ছে। রাজ্যসভা সূত্রে এই খবর। এই প্রকল্পে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য মূলত অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। এর ভেতর আছে সৌরশক্তি, জৈব জ্বালানি, বায়োগ্যাস ইত্যাদি। কেন্দ্রীয় সরকার এর জন্য ভরতুকি হিসেবে ৯০০ কোটি টাকা ধার্য করেছে। মোট খরচের ৯০ শতাংশ এই ভরতুকি হিসেবে দেওয়া হবে।

পত্রপাঠ বিদায়

২০/১৮

সর্দি-কাশি, জ্বর, ফুসফুসের সংক্রমণ কমাতে লেটুস পাতা খুবই উপকারী। একটি পুষ্ট লেটুস পাতা থেকে প্রায় ৮ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি পাওয়া যায়। এছাড়াও পাওয়া যায় ভিটামিন এ। এই দুই ভিটামিনই সর্দি-কাশি, জ্বর, ফুসফুসের সংক্রমণ কমানোর মহৌষধি। এছাড়া এই পাতা নাকি কিডনির সমস্যা কমাতে, হজমকারী হিসেবে বা শরীর সতেজ রাখতেও সাহায্য করে। কনজাংটিভাইটিস সংক্রমণে ২লিটার জলে ৫০ গ্রাম এই পাতা ফুটিয়ে ক্বাথ করে চোখ ধুলে সংক্রমণ দ্রুত চলে যায়। এসব তথ্য পাওয়া গেছে নিউট্রিশন ডাটা পামের সাইট থেকে।

১০০ তে ৩০

২০/১৯

কৃষি ও কৃষি-সহ কতিপয় জীবিকা যুক্ত হল একশো দিনের কাজ প্রকল্পে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা, নির্মল-স্বাস্থ্যপ্রদ পরিবেশ এবং রাজ্যগুলির সুপারিশ মাফিক এই সংযোজন। সরকরি নির্দেশনামায় এমন বলা হয়েছে। নির্দেশনামায় আরো বলা হয়েছে, প্রকল্পসমূহ এখন থেকে গ্রাম সংসদ বা গ্রাম পঞ্চায়েতের বার্ষিক পরিকল্পনায় যুক্ত করা বাধ্যতামূলক হবে।

১০ দফা কার্যক্রমে যুক্ত হয়েছে ৩০টি নতুন উদ্যোগ। এগুলি হল জলবিভাজিকা তৈরি, পাহাড়ি জলবিভাজিকা তৈরি, কৃষি, সেচ, প্রাণীপালন, মাছচাষ, সমুদ্রপোকূলবাসীর জীবিকা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানীয় জল ও পয়ঃ-ব্যবস্থা। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কাজ হল, কন্টুর নালা ও বাঁধ তৈরি, চেক ড্যাম তৈরি, জমির আল বাঁধ তৈরি, ম্যানগ্রোভ এবং ঝাউ জাতীয় বৃক্ষরোপণ, উপকূলবর্তী এলাকায় বাড়তি জল বার করার নালা, নাডেপ কম্পোস্ট, কেঁচোসার, তরল সার (যেমন অমৃত পানি বা সঞ্জীবক) তৈরির কাঠামো বানানো, পোলট্রি ও ছাগলের ঘর বানানো, গবাদি পশুর খাবার হিসেবে অ্যাজোলার চাষ, ষোলোআনা পুকুরে মাছ চাষ, মাছ শুকনো করার কাঠামো তৈরি, সোক পিট তৈরি, ছোট সেচ নালা তৈরি, বাড়ি, স্কুল, অঙ্গনওয়াড়িতে শৌচাগার তৈরি ইত্যাদি।

বিমার ফসল

২০/২০

ফসল বিমা বিষয়ক বিভিন্ন প্রকল্প একত্রিত করে ন্যাশনাল ক্রপ ইনশ্যুরেন্স প্রোগ্রাম নামে একটি কেন্দ্রীয় প্রকল্প চালু হচ্ছে। এই বিমার সুযোগ পাওয়া যাবে ২০১৩-১৪ সালের রবি মরশুম থেকে। নানা বিমা প্রকল্পের মূল্যায়ন, অভিজ্ঞতা ও সহভাগীদের মতামতের প্রেক্ষিতে এই প্রকল্প তৈরি হল। কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ড. সঞ্জীব বাল্যান লোকসভায় এই তথ্য জানিয়েছেন।

প্রকল্পের মূল বৈশিষ্ট্য:

- এই বিমা রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রশাসিত রাজ্যগুলি প্রয়োজন মনে করলে কার্যকারী করতে পারে।
- ঋণী অথবা অ-ঋণী সব চাষিই এই বিমার সুযোগ নিতে পারবে।
- এই বিমার আওতায় আসবে সমস্ত খাদ্য ফসল (প্রধান দানাশস্য, ছোট দানাশস্য (মিলেট)ও ডাল), তেলবীজ, বার্ষিক বাগিচা-বাণিজ্য ফসল এবং এমন কোনো কোনো ফসল যার উৎপাদনের প্রামাণিক তথ্য রয়েছে।
- খাদ্যশস্য ও তেলবীজের ক্ষেত্রে প্রিমিয়াম মোট বিমার ১.৩ থেকে ৩.৫ শতাংশ হবে।
- বার্ষিক বাগিচা-বাণিজ্য ফসলের ক্ষেত্রে যদি বেশি পরিমাণ অর্থের বিমা করা হয় তবে তার প্রিমিয়াম খাদ্যশস্য ও তেলবীজের কোনো সম অঙ্কের বিমার প্রিমিয়ামের থেকে বেশি হবে।
- ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের প্রিমিয়ামে ১০ শতাংশ অব্দি ছাড় দেওয়া হবে।

অতিরিক্ত হারের প্রিমিয়াম ছাড়া,অন্য সব ক্ষেত্রের জন্য আর্থিক দায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ৫০:৫০ অনুপাতে হবে।

এই বিমার বিশেষ লক্ষণ, এটিতে গ্রাম বা গ্রাম পঞ্চায়েতকে একটি ইউনিট হিসেবে ধরা হবে। আগের বিমাগুলির ক্ষেত্রে ইউনিট ছিল ব্লক। এতে কোনো চাষির ফসলের ক্ষতি হলেও, ব্লকের এলাকা বড় হওয়ার জন্য মোট ফসল উৎপাদনের হিসেবে খুব একটা হেরফের হত না। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত চাষি কোনো ক্ষতিপূরণ পেত না।

গোরু ত্ব

২০/২১

গবাদি পশুর দেশীয় জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রীয় গোকুল মিশন নামে একটি কর্মসূচি হাতে নিয়েছে বর্তমান কেন্দ্রীয়

পুর্নমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

সরকার। কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী রাধামোহন সিং জানিয়েছেন, উপযুক্ত এবং বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এইসব জাত উৎপাদন-প্রজনন বহুল পরিমাণে বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। মন্ত্রী আরো বলেন, গোকুল মিশন হল ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ফর বোভাইন ব্রিডিং অ্যান্ড ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট কর্মদ্যোগের অংশ, যার জন্য এবছর ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৫০ কোটি টাকা খরচ হবে এই সংরক্ষণ ও উন্নয়নে।

স্বামীনাথন বলছেন

২০/২২

চাষির আয়ের নিরাপত্তা,জল সংরক্ষণ এবং মাটির স্বাস্থ্যের প্রতি নতুন সরকারের সব চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত বলে বিশিষ্ট কৃষিবিজ্ঞানী ড. এম এস স্বামীনাথন প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন উপকূল এলাকায় সমুদ্রের জল চাষের উপযোগী করে ব্যবহারের কথাও। বলেছেন ৬০ হাজার গ্রামকে ডাল চাষের আওতায় নিয়ে আসার প্রস্তাব সরকারকে অবিলম্বে কার্যকর করতে। তাঁর অন্য এক প্রস্তাব, কৃষি মন্ত্রকের নাম রাখা উচিত কৃষি এবং কৃষক-কল্যাণ মন্ত্রক। রাজধানীর এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি এইসব কথা জানিয়েছেন।

আখের গোছানো

২০/২৩

ক্রমশ ফুরিয়ে যাচ্ছে পেট্রোলিয়াম ও কয়লার ভাণ্ডার। বিকল্প জ্বালানি চাই। কিন্তু চাইলেইতো আর পাওয়া যায় না। তবে বিশ্বজুড়ে খোঁজ চলছেই। বিকল্পের উদ্ভাবন বেশ কিছু হয়েছে, তবে তা এখনো বাজারের উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি। ফলে তার ব্যবহার এখনো ব্যাপকভাবে হচ্ছে না। আর তাই জলবায়ু বদলের জন্য দায়ী বায়ু দূষণও বাড়ছে। বিকল্পের খোঁজে ভারতের এক বিজ্ঞানী এন কে শুক্লা আখের রস থেকে জ্বালানি বার করেছেন। আখের রস থেকে পাওয়া ইথানলে গাড়িটি চলবে। এটি একেবারে পরিশুদ্ধ অ্যালকোহল। ১ মেট্রিক টন আখ থেকে পাওয়া যায় ৭৫ লিটার ইথানল। পাশাপাশি এই জ্বালানি দিয়ে চালানোর জন্য তিনি একটি গাড়িও বানিয়ে ফেলেছেন।

পঞ্চবাণ !

২০/২৪

কৃষি ও কৃষক কল্যাণে কৃষি ও সমবায় বিভাগ আগে ৫১টি প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ করত। অতি সম্প্রতি সব প্রকল্পকে যুক্ত করে ৫টি মিশন এবং ৫টি কেন্দ্রীয় প্রকল্প করা হয়েছে। এর সঙ্গে রয়েছে রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা।

৫টি মিশন হল, খাদ্য সুরক্ষা বিষয়ক ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি মিশন, সুস্থায়ী কৃষি বিষয়ক ন্যাশনাল মিশন অন সাসটেনেবল অ্যাগ্রিকালচার, তেলবীজ বিষয়ক ন্যাশনাল মিশন অন অয়েল সিড অ্যান্ড অয়েল পাম, কৃষি প্রযুক্তি ও প্রসার বিষয়ক ন্যাশনাল মিশন অন অ্যাগ্রিকালচার এক্সটেনশন অ্যান্ড টেকনোলজি এবং ফল ও বাগিচা ফসল বিষয়ক মিশন অব ইন্টিগ্রেটেড ডেভলপমেন্ট অব হর্টিকালচার। আর প্রকল্পগুলি হল, ফসল বিমা সংক্রান্ত ন্যাশনাল ক্রপ ইনশ্যুরেন্স প্রোগ্রাম, সমবায় বিষয়ক ইন্টিগ্রেটেড স্কিম ফর অ্যাগ্রিকালচার কোঅপারেশন, কৃষি বাজার বিষয়ক ইন্টিগ্রেটেড স্কিম ফর অ্যাগ্রিকালচার মার্কেটিং, কৃষি অর্থনীতি-পরিসংখ্যান বিষয়ক ইন্টিগ্রেটেড স্কিম ফর অ্যাগ্রিকালচার সেনসাস, ইকনমিক্স অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স এবং আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত সেক্রেটারিয়েট ইকনমিক সার্ভিস।

সে কী !

২০/২৫

২০৫০ সালের ভেতর ধান ও গমের ফলন ব্যাপক হারে কমে যাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ইন্ট্যারন্যাশনাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ এমন আশঙ্কা করছে। আইপিসিসি-র সদ্যতন পঞ্চম মূল্যায়ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জলবায়ু বদলের জন্য ধানের ফলন ৮ ও গমের ফলন ৩২ শতাংশ কমে যেতে পারে। এতে সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবে দক্ষিণ এশিয়া। বিশেষ করে ভারত, বাংলাদেশের মতো সমুদ্র উপকূলবর্তী ও নদীমাতৃক দেশগুলির। ক্ষতি হবে প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল মানুষজনের।

সান্ত্রাস্ত

২০/২৬

ওড়িশার পারাদিপ-এর সান্ত্রা খাঁড়িতে বহু সমুদ্র প্রাণীর মৃত্যু হচ্ছে। এই সমুদ্র প্রাণীর ভেতর মাছ ও কাঁকড়াও আছে। এই অবস্থা ওই অঞ্চলের মৎস্যজীবীদের ভেতর আতঙ্ক তৈরি করেছে। তারা বলছে মাছ-কাঁকড়ার মৃত্যুর কারণ পারাদিপের ইন্ডিয়ান অয়েলের শোধনাগার থেকে জলে মেশা রাসায়নিক বর্জ্য। শোধনাগার তৈরির অনুমতি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইন্ডিয়ান অয়েল নানা সংস্থাকে নির্মাণের ঠিকাদারি বরাত দিচ্ছে। এই সংস্থাগুলো তাদের নির্মাণ কাজ করতে গিয়ে রাসায়নিক বর্জ্য ছড়াচ্ছে। ওদিকে ইন্ডিয়ান অয়েল এই অভিযোগ মানছে না। তারা বলছে, বর্জ্য ভালোভাবে শোধন করেই তারা নদীতে ফেলছে।

পুনর্মুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

খড়্গ হস্ত ২০/২৭

২০১৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় ৫৫৮ টা গন্ডার মারা হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় শিকারে মৃত্যুতে যা এক নতুন রেকর্ড। শিকার বন্ধ করার অনেক রকম পদক্ষেপ সত্ত্বেও ২০১৩ থেকে এই সংখ্যাগত পরিমাণ ১০০ গুণ বেশি। সবচেয়ে বেশি গন্ডার মারা হচ্ছে ক্রুগার ন্যাশনাল পার্কে। জানুয়ারি ২০১৪ অব্দি ওখানে মারা হয়েছে ৩৫১টি। ওদিকে দক্ষিণ আফ্রিকাতেই বিশ্বের ৮০ শতাংশ গন্ডারের বাস।

কূর্মাবতার !! ২০/২৮

আমেরিকায় লগারহেড কচ্ছপ রক্ষায় বেশ তোড়জোড় হচ্ছে। এই কচ্ছপটা ওদেশে সংকটে আছে। এই কচ্ছপটার ঘুরে বেড়ানোর জন্য উত্তর ক্যারেলিনার মিসিসিপি নদীর ৬৮৫ মাইল সৈকত ও আটলান্টিক উপকূলের ৭৭০ বর্গকিলোমিটার অঞ্চল ছেড়ে রাখা হয়েছে। এখানে তারা ঘুরে বেড়াবে, বড় হবে।

এই নির্দেশ আমেরিকার ন্যাশনাল ওশেনিক অ্যান্ড অ্যাটমোসফেরিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং ইউ এস ফিশ অ্যান্ড ওয়াইল্ড লাইফ সার্ভিস-এর। তবে এই নির্দেশের পেছনে আছে এক পরিবেশ সংগঠনের আদালতে মামলা।

ন তু ন | ব ই

■■

সবজিবাগান বইটি আমরা প্রকাশ করলাম। উঠোনে সবজি-বোনা বা চালে লাউ লতিয়ে দেওয়া বাংলার এক দীর্ঘ লালিত অভ্যাস। কিন্তু গত কয়েক দশকে এই চর্চা বেশ দূরে সরেছে। বিজাতীয় অর্থনীতি সকলকে বাজারমুখী করেছে। আমাদের বই সেই অভ্যাসকে ফিরিয়ে আনতে।

বইতে ফলন্ত সবজিবাগানের জন্য মাটির যত্ন, ঋতু-অনুগ সবজি, সার-সেচ-সাশ্রয়, পুষ্টিগুণ, সবজি-পরিবার ইত্যাদি আমরা সবিস্তারে সাজিয়েছি। সুলভে বিষমুক্ত ফলন পেতে এই পাঠ-বিস্তার আশাকরি আগ্রহীজনের সহায়ক হবে।

গ্রাম-শহর সর্বত্র এরপর যদি সবজিবাগান নিয়ে কণামাত্র আগ্রহেরও সঞ্চার হয়, তবেই আমাদের এই প্রয়াস সার্থকতা পাবে।

■■

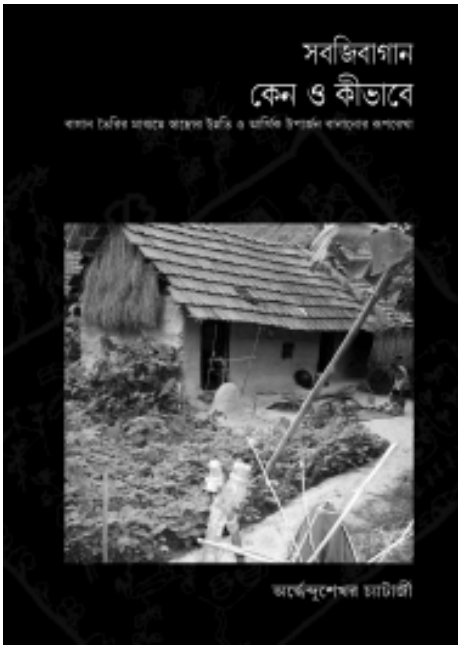

১/১৬ ডিমাই সাইজে হোয়াইটপ্রিন্ট কাগজে ছাপা। পাতা সংখ্যা ৪৫, দাম ৩০ টাকা।

২৪৪২ ৭৩১১ ।। ২৪৪১ ১৬৪৬ ।। ২৪৭৩ ৪৩৬৪

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার,৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২। দূরভাষ ২৪৪২ ৭৩১১,২৪৪১ ১৬৪৬,গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস : শিপ্রা দাস, রূপায়ণ : ঋভিজিত দাস
সম্পাদক : সুব্রত কুন্ডু